লতিরাজ, বারি পানিকচু-২ ও ৩ আপনি চাষ করতে পারেন। লতিরাজ ও বারি পানিকচু-২ মূলত: লতির জন্য চাষ করা হয়। বারি পানিকচু-৩ ও মধ্যম ধরণের লতি ও রাইজোম উৎপাদী জাত। আপনি লিখেছেন বর্ষায় জমিতে পানি বেঁধে যায়। বদ্ধ পানি পানিকচু চাষের জন্য উত্তম নয়। পানিকচুর জন্য প্রবাহমান পানি ভাল। চার থেকে পাঁচ ইঞ্চির বেশি পানি জমলে লতির ফলন কমে যাবে। আপনি যশোর থেকে লিখছেন। আপনার নিকটস্থ যশোহরের খয়েরতলায় অবস্থিত আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই হতে আপনি চারা ও উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। পানিকচুর সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি নিমেণ দেয়া হলো।

পানিকচুর চাষপদ্ধতি

মাটি ও জলবায়ু

সব সময় ভেজা থাকে এবং মাঝে মাঝে শুকায় এমন মাটিতে পানিকচু ভাল জন্মে। গাছের গোড়ার পানি চলমান থাকা বাঞ্ছনীয়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ এঁটেল ও দোঁ-আশ মাটি কচু চাষের জন্য উপযোগী। সারাদিন রোদ পায় এমন স্থানে কচু চাষ করা উচিত।

জাত

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে লতি উৎপাদী ২ টি - লতিরাজ ও বারি পানিকচু-২, রাইজোম উৎপাদী ২ টি - বারি পানিকচু ৪ ও ৫ এবং লতি ও রাইজোম উভয়ই মধ্যম মানের উৎপাদী বারি পানিকচু-৩।

জমি তৈরী

পানিকচুর জমি শুকনা বা ভিজা উভয় অবস্থায়ই তৈরী করা যায়। তবে ভিজা অবস্থায় তৈরী করাই উত্তম। ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করা হয়। ধানের চারা রোপন করার উদ্দেশ্যে জমি যেভাবে তৈরী করতে হয় ঠিক সেভাবে পানিকুচর জমি তৈরী করা যায়।

রোপনের সময়

পানিকচু সারা বছরই চাষ করা যায়। তবে মধ্য জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী মাস এ কচু লাগানোর উপযুক্ত সময়। আগাম ফসল উৎপাদনের জন্য শীতের পূর্বে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) চারা লাগাতে হবে। তাহলে ফেব্রুয়ারী মাসে কচুর লতি আগাম বাজারজাত করা যাবে এবং প্রচুর লাভবান হওয়া যাবে।

চারার সংখ্যা

পানিকচু সাধারণত: গুড়ি চারা (Sucker) দিয়ে বংশ বিস্তার করা হয়। প্রতি হেক্টরে প্রায় ৩৭,০০০ (বিঘায় ৫০০০) টি চারার প্রয়োজন হয়।

চারা রোপন পদ্ধতি

পানিকচুর চারা ৬০ সেমি দূরত্বে সারি করে সারিতে ৪৫ সেমি ব্যবধানে রোপন করতে হয়।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি

পানিকচুর জন্য নিমণলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)
গোবর বা আর্বজনা পঁচা সার	১৫ টন
ইউরিয়া	৩৫০ কেজি
টি এস পি	১২৫ কেজি
এম পি	৩০০ কেজি

জমি তৈরীর সময় ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার সবটুকুই জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার চারা রোপনের ৩০ দিন পর থেকে ১ মাস অন্তর চার কিস্তিতে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া ছিটানোর পর যাতে করে পানি বের হয়ে যেতে না পারে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। জমিতে দস্তা ও গন্ধকের অভাব থাকলে প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি জিংক সালফেট ও ৪০-৫০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে।

আমত্মঃপরিচর্যা

আগাছা দমন

পানিকচুর জমি সবসময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা লাগানোর পর থেকে তিন মাস পর্যন্ত জমিতে আগাছা জন্মাতে পারে। এ সময় জমি আগাছামুক্ত রাখা খুবই প্রয়োজন।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন

পানিকচুর জলজ উদ্ভিদ হলেও দীর্ঘ জলাবদ্ধতা এর জন্য ভাল নয়। এ জন্য মাঝে মাঝে দাঁড়ানো পানি নেড়ে চেড়ে দেয়া আবশ্যক। পানিকচুর জন্য দাঁড়ানো পানির গভীরতা ৮-১০ সেমি এর বেশী হওয়া উচিত নয়।

ফসল সংগ্রহ

চারা রোপনের কিছুদিন পর থেকেই লতি উৎপাদন শুরম্ন হয়। প্রথম দিকের লতি সরু থাকে, ক্রমে গাছের আকার বড় হওয়ার সাথে সাথে লতিও পুরু হতে শুরু করে। শীতের প্রাক্কালে চারা রোপন করলে শীতের শেষে গাছ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগ থেকে লতি সংগ্রহ আরম্ভ করা যায়। পুরো খরিপ মৌসুম ব্যাপী পানিকচু গাছ লতি ছাড়তে থাকে। প্রতিটি লতি পুর্ন দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হওয়ার পর সংগ্রহ করতে হবে। লতির মাথা মোটা হওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করা উচিত। এতে সময় লাগে ৮-১০ দিন।

ফলন

লতিরাজ ও বারি পানিকচু-২ চাষ করে এক হেক্টর জমি থেকে প্রায় ২৫-৩০ টন লতি এবং প্রায় ১২-১৫ টন রাইজোম পাওয়া যায়। বারি পানিকচুর-৩ থেকে ২৫-৩০ টন রাইজোম ও ১০-১৫ টন লতি পাওয়া যায়। বারি পানিকচু ৪ ও ৫ প্রতি হেক্টরে রাইজোম ৩০-৪০ টন এবং ৫-৮ টন লতি উৎপন্ন করে।